২. ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজিয়ার শাসনের গুরুত্ব নির্ধারণ কর।

(ব. বি. ২০০৬)

ইলতুৎমিস দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে সমস্যায় পড়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রথম পুত্র নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু হয়েছিল। আর অপরাপর পুত্ররা অকর্মণ্য হওয়ায় ইলতুৎমিস তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই নিজ কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ইলতুৎমিসই প্রথম সুলতান যিনি পুত্রগণের রাজ্যশাসনে অযোগ্যতার জন্য কন্যাকে উত্তরাধিকারী বেছে নেন। ইতিহাসে এটি এক অভিনব ঘটনা। কিন্তু ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর, সম্ভবত স্ত্রীলোকের শাসন অপমানজনক মনে করে, অভিজাতগণ রাজিয়ার পরিবর্তে ইলতুৎমিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু তাঁর শাসনকালে রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ায় রাজিয়া জনগণের দ্বারা মনোনীত হয়ে সিংহাসনে পুনরায় আরোহণ করেন ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে।

রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণ মধ্য যুগের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাছাড়া রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণের দ্বারা একটি অতি বাস্তব সত্য সামনে এসেছিল, যে রাজ্যের স্বার্থে অযোগ্য পুত্রদের দাবির চেয়ে বুদ্ধিমতী কন্যার দাবি ন্যায়সঙ্গত।

একজন শাসক হিসাবে সর্বগুণ থাকা সত্ত্বেও তুর্কি আমিরদের বিদ্রোহের কারণবশতঃ রাজিয়ার শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাই পুরুষ শাসিত সমাজে তাঁর অন্য সকল গুণ মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিল। রাজিয়া সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের দামামা বেজে ওঠে। অবশ্য নারী শাসনের বিরুদ্ধে পুরুষের ভূমিকা রাজিয়াকে বিব্রত করলেও এটি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান অভিযোগ ছিল না। রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। ওয়াজির নিজাম উল মূলক মহম্মদ জুনেইদি ও অন্যান্য তুর্কি অভিজাত কোনও অবস্থাতেই একজন নারীর শাসন মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা সম্মিলিত ভাবে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। রাজিয়া বুদ্ধি বলে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন এবং জুনেইদি পরাজিত হন। পাঞ্জাব ও সিন্ধুর প্রাদেশিক শাসকগণও রাজিয়ার আধিপত্য স্বীকার করে নেন।

কিন্তু রাজিয়ার সিংহাসন ছিল কণ্টকময়। আবসি ক্রীতদাস ইয়াকুব ছিল রাজিয়ার বিশ্বস্ত। তুর্কি অভিজাতগণ রাজিয়ার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সবহিন্দের প্রাদেশিক শাসনকর্তা আলতুনিয়া দরবারের অভিজাতদের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হন। কিন্তু তাঁর এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে রাজিয়া আলতুনিয়াকে বিবাহ করেন। পরবর্তী কালে রাজিয়ার ভ্রাতা সুইজউদ্দিন বাহরাম আলতুনিয়া ও রাজিয়াকে হত্যা করেন। মধ্য যুগের ভারতের ইতিহাসে একজন নারী শাসক হিসাবে রাজিয়ার তিন বছর ও কয়েক মাসের শাসনকাল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজিয়ার ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা স্পৃহা, তুর্কি অভিজাতদের একাধিপত্য নাশ করার উদ্দেশে অতুর্কি ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অভিজাতদের শঙ্কিত করে তোলে। রাজিয়ার ক্ষমতাসীন হওয়াকে তারা অস্তিত্বের সংকট বলেই বিবেচনা করেন।

মধ্যযুগীয় দিল্লির সুলতানি শাসনের ইতিহাসে রাজিয়ার শাসন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচিত হয়।

সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ কথা ঠিক যে, দিল্লির সুলতানি সিংহাসনের একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন রাজিয়া। তাঁর রাজত্বের সময়কাল সংক্ষিপ্ত হলেও, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন যোগ্য শাসক। তাঁর সাহস এবং উদ্যোগেরও কোনও অভাব ছিল না। রাজতন্ত্রের উপর আমির ওমরাহদের অশুভ প্রভাবকে তিনি দক্ষতার সাথে প্রতিহত করেন। আদি পর্বের সুলতানদের মধ্যে রাজিয়া ছিলেন প্রথম এবং একমাত্র শাসক যিনি অভিজাতদের প্রভাবমুক্ত থেকে শাসন পরিচালনা করার মতো দৃঢ়তা ও সাহস প্রদর্শন করেছিলেন।